# মি'রাজ শরীফে আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ সম্পর্কে হযরত গাউসে পাকের অভিমত

হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থের '৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন

وَنُؤْمِنُ بِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّهٗ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ بِعَيْنَىْ رَأْسِهٖ لَا بِفُؤَادِهٖ وَلَا فِىْ الْمَنَامِ—

অর্থঃ "আমাদের (আহলে সুন্নাতের) আক্বিদা ও বিশ্বাস হচ্ছে- মি'রাজ রজনীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন প্রভূকে মাথার চোখে—অর্থাৎ চাক্ষুস দেখেছেন- ক্বলবের চোখেও নয় অথবা নিদ্রাবস্থায়ও নয়।" এ হলো মৌলিক নীতিমালা।

এরপর তিনি আপন দাবীর স্বপক্ষে ছয়টি দলীল পেশ করেছেন এবং বিপক্ষীয় একটি দলীল ব্যাখ্যা করে খন্ডন করেছেন। পক্ষের ছয়টি দলীল নিম্নরূপঃ

১। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى (سُوْرَةُ النَّجْمِ اٰلْاٰيَةُ ١٣) رَاَيْتُ رَبِّىْ جَلَّ اِسْمُهٗ مُشَافَهَةً لَا شَكَّ فِيْهِ—

অর্থাৎঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন মজিদের আয়াত- "তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছেন" এই অংশটুকুর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন- "আমি আমার রবকে নিঃসন্দেহভাবে সামনা সামনি দেখেছি"। (সূরা আন্ নজম১৩ নং আয়াত)।

২। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আন্হু উক্ত

সূরার ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (سُوْرَةِ النَّجْمِ الْاٰيَةِ ١٤)رَاٰيْتُهٗ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى حِيْنَ تَبَيَّنَ لِىْ نُوْرُ وَجْهِهٖ-

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালার কালাম- "সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকটে"- এই অংশটুকুর ব্যাখ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমি আল্লাহকে সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকটে দেখেছি- যখন তিনি আপন পবিত্র জাতের নূর আমার উদ্দেশ্যে বিকশিত করেছিলেন।"

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা কোরআন মজিদে সূরা বণী ইসরাঈলের ৬০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

قَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ (سُوْرَةُ الْاِسْرَاء الاية ٦٠) هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اَرِيْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ بِهٖ-

অর্থঃ আল্লাহ পাকের ইরশাদ- "হে প্রিয় হাবীব, আমি আপনাকে যে দর্শন দিয়েছি—এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া" এই অংশের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন- "ঐ দর্শন ছিল চোখের দর্শন- যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শবে মিরাজে দেখানো হয়েছিল।"

৪। চাক্ষুস দর্শন লাভের অপর একটি দলীল হচ্ছে- হযরত ইবনে আব্বাসের আর একটি বর্ণনা-

قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- كَانَتِ الْخُلَّةُ لِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْكَلَامُ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন- "হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য হলো খলিলুল্লাহ, মুছা আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য হলো কলিমুল্লাহ এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর দর্শন লাভ বা রুইয়াতুল্লাহ।"

৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত আর একটি হাদীস-

قَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَاٰى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ بِعَيْنَيْهِ-

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রবকে নিজের দুই চোখ দিয়ে দেখেছেন।"

৬। আবু বকর ইবনে সুলায়মান বলেছেন-

وَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَاٰى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ اِحْدٰى عَشْرَةَ مَرَّةً مِنْهَا بِالسَّنَةِ تِسْعَ مَرَّاتٍ فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ حِيْنَ كَانَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْاَلُهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْ اُمَّتِهِ الصَّلَاةَ فَنَقَصَ خَمْسًا وَاَرْبَعِيْنَ صَلَاةً

فِىْ تِسْعِ مَقَامَاتٍ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْكِتَابِ۔

অর্থঃ আবু বকর ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন- "হযরত রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রবকে ১১ বার দেখেছেন। তন্মধ্যে হাদীস মোতাবেক ৯ বার দেখেছেন মি'রাজ রজনীতে- যখন তিনি উম্মতের নামাযের সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর মধ্যখানে নয়বার যাতায়াত করেছিলেন। আর কোরআন মোতাবেক দুইবার দেখেছিলেন" (একবার সিদরাতুল মোন্‌তাহায় এবং একবার "ক্বাবা কাউছাইন" অবস্থায়)।

**হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত "না দেখার" হাদীসের জবাবী ব্যাখ্যাঃ**

হযরত গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন-

وَلَا يُعَارِضُ هٰذَا مَا رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنْ اِنْكَارِ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ نَفْىٌ وَهٰذَا لِبَيَانِ اِثْبَاتٍ فَقُدِّمَ عِنْدَ الْاِجْتِمَاعِ لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الرُّؤْيَةَ۔

অর্থাৎ- গাউসে পাক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা কর্তৃক "দর্শনের অস্বীকৃতি মূলক" বর্ণনার জবাবে বলেন" "উপরে বর্ণিত ৬টি দলীল এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা- হযরত আয়েশা বর্ণিত মন্তব্য হচ্ছে তাঁর নিজস্ব অভিমত এবং অস্বীকৃতিমূলক। কিন্তু উপরোক্ত ছয়টি দলীল হচ্ছে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং স্বীকৃতিমূলক।

হাদীস শাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী একই বিষয়ে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মূলক বর্ণনা পাওয়া গেলে স্বীকৃতিমূলক বর্ণনা প্রাধান্য পায়। এখানে দেখা যাচ্ছে- স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং

এই স্বীকৃতিই অগ্রগণ্য হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত অস্বীকৃতি এখানে প্রাধান্য পাবেনা।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃষ্ঠা ৯৮)

বিঃদ্রঃ- বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন-

مَا فَقَدْتُ جَسَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ

অর্থঃ "মি'রাজ রজনীতে আমি (আয়েশা) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ মোবারক হারাইনি।" অর্থাৎ তিনি আমার বিছানাতেই ছিলেন।

এই বর্ণনার দ্বারা কেউ কেউ স্বশরীরে মি'রাজকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন- মি'রাজ রজনীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার গৃহেই ছিলেন।

এই হাদীসের উল্লেখিত জবাবী ব্যাখ্যা হযরত গাউসে পাক (রাঃ) দিয়েছেন হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী। হাদীস শাস্ত্রের সূত্রমতে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি একত্রিত হলে স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাধান্য পায়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আর একটি জবাব হলো- হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত মি'রাজ ঘটনা আর চাক্ষুস মি'রাজের ঘটনা এক নয়।

কেননা চাক্ষুস মি'রাজ হয়েছিল মক্কা শরীফে। সে সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামী গৃহেই যাননি। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানা থেকে হারানোর প্রশ্নই আসেনা। তিনি মদিনা শরীফে স্বামী গৃহে গমন করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়- তবে কি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা মিথ্যা? নাউযুবিল্লাহ! মিথ্যা নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ হয়েছিল ৩৪বার। তন্মধ্যে ১ বার হয়েছিল জাগ্রত অবস্থায় মক্কা শরীফ হতে আরশ মোয়াল্লায় ও লামাকানে এবং বাকী ৩৩ বার দীদার হয়েছিল স্বপ্নযোগে মদিনা মোনাওয়ারাতে। আর হযরত আয়েশা কর্তৃক স্বশরীরে মি'রাজ গমনের অস্বীকৃতি হলো- মদিনার মি'রাজের ক্ষেত্রে। সুতরাং তাঁর বর্ণনাও ঠিক- তবে স্থানের উল্লেখ না থাকাতে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাখ্যার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়। হযরত আয়েশার গৃহের মি'রাজ হয়েছিল স্বপ্নে বা রূহানিভাবে।

**অধ্যক্ষ- হাফেজ এম. এ. জলিল।**